তারিখ ... 16 JAN 2017 ...
পৃষ্ঠা ... 6 ... কলাম ... 9 .....

# কলেজ শিক্ষকদের বদলির আবেদন বছরে দু'বার

## নীতিমালা জারি

■ সমকাল প্রতিবেদক

বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারে কর্মরত সরকারি কলেজের শিক্ষকরা বছরে নির্ধারিত সময়ে মাত্র দু'বার বদলির জন্য আবেদন করতে পারবেন। আর সারা বছর তারা বদলির আবেদন করতে পারবেন না। পাশাপাশি সরকারি কলেজে নতুন নিয়োগ পাওয়া শিক্ষকরা (প্রভাষক) চাকরির দু'বছর পূর্ণ না হলে ঢাকা মহানগর এলাকায় বদলি হতে পারবেন না। সব আবেদন করতে হবে ই-মেইলে। সরাসরি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে গিয়ে কোনো আবেদন জমা দেওয়া যাবে না। এসব বিধান রেখে গতকাল রোববার সরকারি কলেজের শিক্ষক বদলি ও পদায়নের নতুন নীতিমালা জারি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, সারাদেশে ৩২৭টি সরকারি কলেজে ১৪ হাজারের মতো শিক্ষক আছেন। তারা বছরজুড়ে বদলির আবেদন করেন। মন্ত্রী, এমপিসহ গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নেতারা সুপারিশ করেন। সারাবছর বদলির চাপে নীতিনির্ধারণী কাজ থেকে পিছিয়ে পড়ছে ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৫

## কলেজশিক্ষকদের

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

মন্ত্রণালয়। তাই শিক্ষকদের বদলিতে অতিরিক্ত তদবির সামলাতেই এ নীতিমালা করা হয়েছে।

নীতিমালা অনুযায়ী, প্রভাষকরা প্রথম দফায় জানুয়ারি মাসে ও দ্বিতীয় দফায় জুলাই মাসে বদলির আবেদন করতে পারবেন। সহকারী অধ্যাপকরা প্রথম দফায় মার্চে ও দ্বিতীয় দফায় সেপ্টেম্বরে, সহযোগী অধ্যাপকরা মে মাসে ও অক্টোবরে এবং অধ্যাপকরা জুনে ও ডিসেম্বরে বদলির আবেদন করতে পারবেন। নির্ধারিত মাসের ১ থেকে ১৫ তারিখের মধ্যে অনুমোদিত ফরমে ই-মেইলে আবেদন জমা দিতে হবে। আবেদনের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযুক্ত করা যাবে। ই-মেইল ছাড়া অন্য কোনোভাবে দেওয়া আবেদন বিবেচনা করা হবে না।

নীতিমালা অনুযায়ী, অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে যাওয়ার এক বছর আগে কোনো শিক্ষক ও শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তা তার সুবিধামতো স্থানে বদলির জন্য আবেদন করলে পদ শূন্য থাকা সাপেক্ষে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তা বিবেচনা করা হবে। স্বামী ও স্ত্রী দু'জনই চাকরিজীবী হলে নিকটতম কর্মস্থলে বদলি বা পদায়নের জন্য আবেদন করা যাবে।

**যেভাবে নিষ্পত্তি হবে আবেদন** : নীতিমালা অনুযায়ী যে মাসে আবেদন করা হবে, ওই মাসেই তা নিষ্পত্তি করা হবে। বদলির আবেদন যাচাই-বাছাই এবং সুপারিশের জন্য 'বাছাই কমিটি' ও 'সুপারিশ কমিটি' নামে দুটি কমিটি থাকবে। বাছাই কমিটি আবেদন যাচাই-বাছাই করে সুপারিশ কমিটির কাছে জমা দেবে। এরপর সুপারিশ কমিটির প্রস্তাব যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন হওয়ার পর বদলি বা পদায়নের আদেশ জারি করা হবে। উপজেলা পর্যায়ের কলেজগুলোর শূন্য পদে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পদায়ন করা হবে। তবে নীতিমালার সাধারণ নিয়মের বাইরে সরকার 'জনস্বার্থে' যে কোনো কর্মকর্তাকে যে কোনো স্থানে বদলি করতে পারবে।